চুঁচুড়ায় জোড়া খুনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ শনিবার গভীর রাতে চুঁচুড়ায় জোড়া খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাস্থল হুগলির চুঁচুড়া থানিদা মোড়। সমাজবিরোধীদের গুলিতে খুন হন প্রদীপ দত্তিদার (৩০) নামে এক বেসরকারি অর্থলগ্নী সংস্থার কর্মী। প্রদীপের খুন হওয়ার ঘটনার জেরে এলাকাবাসী স্থানীয় এক সমাজবিরোধী নজরুলকে ঘটনাস্থলেই পিটিয়ে মারে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, নজরুলই (৩৮) গুলি করে প্রদীপকে খুন করে। উত্তেজিত জনতা নজরুলকে হাতেনাতে ধরে ফেলে তাকে গণপিটুনি দেয়। তাতেই তার মৃত্যু হয়। চুঁচুড়া থানার পুলিশ রাতেই মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চুঁচুড়ার ধরমপুরের বাসিন্দা প্রদীপ এদিন

অফিস শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন রাত হয়ে গেছে। এদিন হাওড়া থেকে শেষ লোকালে চুঁচুড়া স্টেশনে নেমেছিলেন। তখন থানিদা মোড়ের একটি বাড়িতে মদের আসর বসেছিল। মদের আসরে বচসাকে কেন্দ্র করে তীব্র বাগবিতণ্ডা হয়। মদ্যপরা বাইরে বেরিয়ে প্রদীপকে দেখতে পায়। এর পরেই তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি শুরু হলে এক দুষ্কৃতী প্রদীপকে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রদীপের। স্থানীয়দের অভিযোগ, নজরুল নামে এক দুষ্কৃতী প্রদীপকে গুলি করে খুন করে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই গভীর রাতেই উত্তেজিত জনতা নজরুলের উপর চড়াও হয়। শুরু হয় গণপিটুনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই দুষ্কৃতীর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নজরুলের বিরুদ্ধে চুঁচুড়া থানায় খুনের অভিযোগ রয়েছে।

সম্প্রতি সে জামিনে মুক্তি পেয়েছিল। পুলিশ জোড়া খুনের তদন্ত শুরু করলেও রবিবার বিকাল পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। অন্যদিকে প্রদীপের বিরুদ্ধে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে মামলা রয়েছে বলে জানা যায়। প্রদীপের সম্পর্কে এক ভাই সহ তিন বৈদ্য জানান, কোনও অর্থ সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দাদা খুন হয়ে থাকতে পারে।

বোমা ফেটে জখম কাগজ কুড়ানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ অভাবের সংসারে একমাত্র উপার্জন কাগজ কুড়িয়ে বিক্রি করা। তাই সকাল হলেই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কাগজ, ভাঙা প্লাস্টিক, ভাঙা লোহা, টিনের জিনিস ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। এভাবেই জীবন কাটে হুগলির শেওড়াফুলির সোমনাথ পাল ও পুজা পালের। তাঁদের তিন ছেলে। বড় ছেলেও তাঁদের সঙ্গে একই কাজ করে। মেজো ও ছোট ছেলে পড়াশোনা করে। প্রতিদিনের মতো রবিবার সকালেও স্বামী সোমনাথ পাল ও তাঁর স্ত্রী পুজা পাল পুরশুড়া এলাকায় কাগজ কুড়াতে বেরিয়েছিলেন। পঞ্চাননতলা এলাকায় তৃণমূল কার্যালয়ের পাশে একটি বোপের মধ্যে ভাঙা বালতি পড়েছিল। সোমনাথ ওই বালতিটি টেনে বের করছিলেন। তখনই তার মধ্যে থাকা একটি তাজা বোমা সশব্দে ফেটে যায়। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন সোমনাথ। তাঁর

ডান হাতের তালু ও দুটি আঙুল থেতলে যায়। বোমার শব্দে আশেপাশে এলাকার মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। রক্তাক্ত সোমনাথকে নিয়ে তাঁরা শ্রীরামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে তাঁকে সেখান থেকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। তাঁর ডান হাতে ৬টি সেলাই পড়েছে। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে পুরশুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে আরও কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। কিভাবে ওখানে বোমা গেল তা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনার জেরে এলাকাতে চাপা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

পুরশুড়ায় মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ মানসিক অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক গৃহবধূ। মৃতার নাম অনিতা ঘোড়ই (২৭)। বাপের বাড়ি হুগলির পুরশুড়ার সোমসপুর গ্রামে। জানা গেছে, স্বামী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। তাঁর শ্বশুরবাড়ি গোঘাটের কুমুড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাদিঘিতে। স্বামী কৃষ্ণ ঘোড়ুই পেশায় দিনমজুর। জানা গেছে, বছর আটেক আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অশান্তির কারণে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে বাপের বাড়িতেই থাকতেন। শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাবা-মা মাঠে চলে গেলে তিনি বাড়ির একটি বাঁশের কাঠামোয় গলায় দড়ি দেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

দয়াল সত্যপীরের মন্দির উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির জেলার গোঘাট থানার কামারপুকুর গ্রামে ধনীমাতার মন্দিরের কিছুটা পূর্বদিকে সেনবাড়ির দুর্গামন্দিরের পাশে অবস্থিত দয়াল সত্যপীর। এই সত্যপীরের মন্দির আগে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনি ছিল। ১৩৯৩ সালে ২৩ মাঘ এই মন্দিরটি পাকা করা হয়। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বর্তমানে মন্দিরটি পুনরায় সংস্কার করা হল। এই মন্দিরটি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ দয়াল সত্যপীরকে পুজো করতেন। যখন কামারপুকুরের হাটতলা মঙ্গল ও শনিবার হাট বসত তখন দূর-দুরান্ত থেকে আসা মানুষজন সত্যপীরকে মানত করে দোয়া গ্রহণ করতেন। এই মন্দির এদিন সুদৃশ্যভাবে সাজানো হয়। সকাল থেকে মেয়েরা লালপেড়ে শাড়ি পরে হালদার পুকুর থেকে জল নিয়ে আসেন। তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে দয়ালপীরের মন্দিরে নিবেদন করেন। এদিন প্রায় ৬০০জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। এলাকার প্রবীন ব্যক্তি তমালকান্তি সেন জানালেন, ঠাকুরদার মুখে শুনেছি ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মের আগে যখন মাটির দেওয়াল ও টিনের চাল ছিল তখন দরজা ছিল না। কারণ সত্যপীর নাকি দরজা পছন্দ করতেন না। আগে কামারপুকুরের মালরা, সেখরা নানা অনুষ্ঠান করতেন। তবে বর্ষদিন আগে তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমাদের পাড়ার কয়েকজন এই অনুষ্ঠান করে থাকি। এই সত্যপীর খুবই জাগ্রত। তাই অনেকেই পুজো দিয়ে যান।

চিকিৎসকদের সম্বর্ধনা থানার আধিকারিকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ চিকিৎসক মানেই ভগবানের আর এক রূপ। রোগীরা তাই মনে করেন। আর সে জন্যই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে সাধারণ মানুষ ছুটে যান চিকিৎসকের কাছে। তাঁদের হাতেই সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। রবিবার পালিত হল চিকিৎসক দিবস। হুগলির আরামবাগ শহরে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সম্মানিত করা হল। আরামবাগ থানার পক্ষ থেকে থানার আই সি শান্তনু মিত্র চিকিৎসক নিমাই কুণ্ডু, চিকিৎসক অশোক নন্দীসহ আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সম্মানিত ও সম্বর্ধিত করেন। এবিষয়ে আরামবাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক অশোক নন্দী বলেন, আরামবাগ থানার আই সি সাহেব সকল চিকিৎসককে সম্বর্ধনা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সমাজে চিকিৎসকদের মূল্য কতটা। ওনার এই সম্বর্ধনা আমাদের কাজে আরও বেশি করে উৎসাহিত করে তুলবে। অন্যদিকে থানাকুল থানার ওসি সুব্রত দাসের নেতৃত্বে তাঁর সহকর্মীরাও এলাকার বিভিন্ন চিকিৎসককে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে সম্বর্ধনা দেন।

তারকেশ্বর ও পুরশুড়ায় রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রবিবার তারকেশ্বর চাউলপট্টি ব্যবসায়ী সমিতি ভবনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর পঞ্চম বছরে পড়ল ব্যবসায়ী সমিতির রক্তদান শিবির। ব্যবসায়ী সমিতির প্রায় ৮০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জয়গোপাল পাল, তারকেশ্বর থানার ওসি অমিত মিত্র, ডাঃ দেবাঞ্জন চক্রবর্তীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রক্তদান অনুষ্ঠানে ১৫০জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। পাশাপাশি পুরশুড়া থানার ভাঙামোড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও ভাঙামোড়া কে এন সি এম ইন্সটিটিউশনের যৌথ উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবির দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে হয়ে আসছে। এখানে প্রায় ২০০জনের মতো রক্তদাতা রক্তদান করেন।

ম্যারাথন দৌড়ে থানার ওসি এবং আইসিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ রবিবার সকালে হুগলির চুঁচুড়ার পুলিশ লাইন থেকে চন্দননগর পর্যন্ত চন্দননগর কমিশনারেটের অন্তর্গত বিভিন্ন থানার আইসি এবং ওসিরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এদিন সকালে এই দৌড় শুরু হয় পুলিশ কমিশনারেটের কার্যালয়ের সামনে থেকে এবং শেষ হয় চন্দননগর থানার সামনে। এদিনের সাড়ে সাত কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ান উত্তরপাড়া থানার আই সি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও ডানকুনি থানার আই সি বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং চন্দননগর থানার আই সি শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এক বৎসরে পা রেখেছে। সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে এদিন ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিটি থানার আইসি, ওসি এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট অজয় কুমারের সাথে পুলিশ কর্মীদের ম্যারাথন দৌড় এবং পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিক ও মহিলা পুলিশ কর্মীদের ম্যারাথন দৌড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

দারিদ্রকে জয় করে প্রীতির প্রতিভার বিকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ আর্থিক অসচ্ছলতাকে দূরে সরিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় পড়াশোনার পাশাপাশি আবৃত্তিকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন হুগলির তারকেশ্বর ভঙ্গিপুরের বাসিন্দা জয়ন্ত পণ্ডিতের একমাত্র কন্যা প্রীতি পণ্ডিত। শনিবার জেলা ছাড়িয়ে উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে নিজের আবৃত্তির ক্যাসেট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হলেন প্রীতি। প্রীতির একটি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। নামকরা কবিদের লেখা আবৃত্তি ইউটিউবের মাধ্যমে প্রীতির কণ্ঠে শুনতে পেয়ে সকলেই তাঁকে বাহবা দিয়েছেন। শনিবার কলকাতার কামারহাটি পৌরসভার নজরুল মঞ্চের সমাজসদন হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাচিক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। 'কবিতা এবং' -এর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় প্রীতি পণ্ডিত, শিবপ্রসাদ মজুমদার ও পারমিতা চক্রবর্তীর কবিতা আবৃত্তির সিডি 'এক পৃথিবীর কবিতা'। উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত কবি দেবব্রত সিংহ। ওই দিন ১০ জন বিশিষ্ট কবিকে স্মারকসম্মান প্রদান করা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রীতি পণ্ডিত এবং শিবপ্রসাদ মজুমদার। জেলার গণ্ডির বাইরে গিয়ে দারিদ্রকে জয় করে এমন সাফল্যে উৎসাহিত সকলে।

মাধ্যমিকে কৃতী অনন্যার পাশে দুই আবৃত্তিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মাত্র ৬ বছর বয়সে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পরেও জীবন যুদ্ধের কঠিন লড়াইয়ের সঙ্গে মাধ্যমিকের অভাবনীয় ফলাফলে রাজ্যজুড়ে প্রশংসা পেয়েছে হুগলির তারকেশ্বরের বিষ্ণুবাটীর অনন্যা আদক।

সংবাদমাধ্যমে অনন্যার মাধ্যমিকের ফলাফল সম্বন্ধে প্রচার হওয়ার পরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় অনন্যাকে। শনিবার কলকাতার সল্টলেকের সমাজসেবক প্রতিষ্ঠান সারথীর তরফ থেকে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন বিখ্যাত আবৃত্তিকার গৌরী ঘোষ ও পার্থ ঘোষ। অনন্যাকে প্রচারমাধ্যমের সামনে নিয়ে আসার পিছনে যে মানুষটি রয়েছেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির কৃষি শ্রমিক উন্নয়ন মোর্চার সম্পাদক গণেশ চক্রবর্তী। রাজনৈতিক ভেদাভেদ তুলে গণেশবাবুর এমন কাজে প্রশংসা করেছেন সকলেই।

সিপিএম নেতাকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ এক সিপিএম নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাট থানার কোকন্দ গ্রামে। ওই সিপিএম নেতার নাম নিতাই চানক। এপ্রসঙ্গে নিতাইবাবুর স্ত্রী অপর্ণা চানক জানান, সকালে দুটি বাইকে করে ৫-৬জন দুষ্কৃতী হাজির হয়। তারা স্বামীকে খুঁজতে থাকে। স্বামী বাড়িতে নেই বললেও তারা তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে বের করে। তারপর বাইকে তুলে নিয়ে চলে যায়। এরপর তাঁকে লাঠি ও উইকেট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় মানুষ ফুলুই গ্রামের কাছে মাঠে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তারকেশ্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বরের রামনগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও ভবানীপুর অঞ্চল কমিটির পরিচালনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হল রবিবার। কানা দামোদরের বাঁধের উপর কয়েক হাজার গাছ লাগানো হয় এদিন। নদীর পাড়ের ভূমিক্ষয় ও এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য স্থানীয় মানুষ বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসেন। আবহাওয়ার পরিবর্তন গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রেও সমস্যার

সৃষ্টি হচ্ছে। সেই দিকে নজর রেখে গ্রামের মানুষও সচেতন হয়েছেন বৃক্ষরোপণে। কৃষিকাজে ফসলের উপযোগী আবহাওয়া বর্তমানে বেশিরভাগ সময় পাওয়া যায় না। তার কারণ হিসাবে কৃষি বিশেষজ্ঞরা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার দিকে নজর রাখতে বলেছেন এলাকার সকল মানুষকে। সেদিকেই নজর রেখে শহর থেকে গ্রাম অঞ্চল সকলেই এই বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষ সংরক্ষণের দিকে নজর দিয়েছেন। বৃক্ষরোপণকে ঘিরে এলাকার মানুষের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

অমৃতলোকে তারকেশ্বর মঠের প্রাক্তন মোহন্ত মহারাজ দণ্ডিস্বামী ঋষিকেশ

জীবন মণ্ডল, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর মঠের ভূতপূর্ব মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রী দণ্ডিস্বামী ঋষিকেশ আশ্রম মোহন্ত মহারাজ পরলোক গমন করলেন। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ বাড়খণ্ডের ধানবাদে পাকুড় শ্রীশঙ্কর মঠে পরলোকগমন করেন তিনি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ৫ এপ্রিল তারকেশ্বর মঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ২০১১ সালে শেষ এবং ২০১২ সালের প্রথম দিকে ওই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন তিনি। প্রায় ৬০ বছরের উপর তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজ হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ওনার জ্ঞানের জন্য পরবর্তীকালে উনি জগৎগুরু শঙ্করাচার্য সম্মানে ভূষিত হন। তারকেশ্বর মন্দিরে সকলের কাছে 'বড়বাবা' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তারকেশ্বর মঠের ইতিহাসে সব থেকে কম

বয়সে মোহন্ত মহারাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। মহারাজের মৃত্যুর খবর পেয়ে তারকেশ্বর থেকে কয়েক হাজার ভক্ত ঝাড়খণ্ডের মঠে মহারাজকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পৌঁছান। ঝাড়খণ্ডের ওই মঠেই রবিবার তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। মহারাজের মৃত্যুতে তারকেশ্বরজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়েই ভক্তদের নিয়ে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তারকেশ্বর উপপৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু। মহারাজকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও সমাধিস্থ করার পর তিনি তারকেশ্বরে ফিরে আসেন। উত্তমবাবু জানান, মহারাজের মৃত্যুতে তারকেশ্বর এলাকাজুড়ে ভক্তদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তারকেশ্বর এলাকা একদিন বন্ধ রেখে মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।

চন্দননগরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বামফ্রন্টের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শনিবার সন্ধ্যায় হুগলির চন্দননগরে হুগলি জেলা বামফ্রন্টের ডাকে জনসভার আয়োজন করা হয়। সারা দেশ জুড়ে বামপন্থীদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বক্তব্য রাখেন বামফ্রন্টের সুজন চক্রবর্তী, দেবব্রত ঘোষ, পিনাকী চক্রবর্তী, মফিজুল ইসলাম, গৌতম সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক শিবপ্রসাদ ব্যানার্জী প্রমুখ। এদিন সন্ধ্যায় চন্দননগর শহরের মানকুণ্ডু গড়েরধার সংলগ্ন এলাকায় এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই জনসভা থেকে আগামী দিনের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ শুরু করবার আহ্বান জানান জনসভায় আগত বামফ্রন্টের নেতারা।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯
ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।